Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 67
July-Sept. 2021

হাযানাহ ও প্রচলিত আইনে বিচ্ছেদ পরবর্তী সন্তানের প্রতিপালন একটি পর্যালোচনা

Hadanah (Child Custody) an the Post-Divorce Child Rearing in Existing Law : An Analysis

Robiul Haque*

ABSTRACT

Children are one of the most desired assets in the world. The family of parents and their surroundings revolve around this child. But their separation throws the future of child into uncertainty and causes it to suffer most.With the passage of time, the rate of separation has been increasingly on the rise. If the rulings of child rearing mentioned in Islamic family law and existing law are implemented, the development and growth of the child will be accomplished accordingly.In this article, the guidelines for child rearing have been reviewed in the light of Islam and customary law in a descriptive and analytical manner.In this case, an introduction to ḥaḍānah has been made in the light of Quran-Hadith, and the opinion of Imams, and the provisions of the existing law including the verdict of the court have been highlighted.After reviewing Islamic and existing laws, some suggestions have been offered. The article proves that the issue of child rearing has occupied a very significant space in both Islam and existing law.Hence along with the parents, all others have also special responsibility for rearing children in a proper way.

Keywords : Ḥaḍānah; Child Rearing; Guardianship; Divorce; Child right

সারসংক্ষেপ

বিশ্ব সংসারের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত-প্রার্থিত সম্পদ হলো সন্তান। আর এই সন্তানকে কেন্দ্র করে মা-বাবার পরিবার বা চারপাশ আবর্তিত হয়। আর পারিবারিক কাঠামোর অন্যতম ভিত্তি হলো মা-বাবা। কিন্তু তাদের বিচ্ছেদের কারণে সন্তানের ভবিষ্যতে দেখা দেয় অনিশ্চিয়তা। মা-বাবার বিচ্ছেদে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুসন্তান।

* Robiul Haque is a Religious Teacher, Monipur High School & College, Mirpur, Dhaka and Part time Muhaddith, Darul Uloom Madrasah, Mirpur, Dhaka. email: robimariyahaque@gmail.com

সময়ের সঙ্গে আমাদের দেশে বিচ্ছেদের হার বেড়েই চলেছে। ইসলামিক পারিবারিক আইন ও প্রচলিত আইনে বর্ণিত সন্তান প্রতিপালনের বিধান বাস্তবায়িত হলে সন্তানের বিকাশ ও বেড়ে ওঠা সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে। এ প্রবন্ধে বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে ইসলাম ও প্রচলিত ব্রিটিশ আইনের আলোকে সন্তান প্রতিপালনের দিকনির্দেশনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'হাযানাহ' (حضانة) এর পরিচয়, কুরআন-হাদীসের আলোকে 'হাযানাহ', ইমামগণের মতামত এবং আদালতের রায়সহ প্রচলিত ব্রিটিশ আইনের ধারাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এরপর ইসলামি ও প্রচলিত আইনের পর্যালোচনা করে কিছু প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলাম ও প্রচলিত আইনে সন্তান প্রতিপালনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। শিশুর যথাযথ লালনপালনে মা-বাবাসহ সকলের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

মূলশব্দ: হাযানাহ; সন্তান লালনপালন; অভিভাবকত্ব; ইসলামী আইন; প্রচলিত আইন।

১. ভূমিকা

আজকের শিশু আগামী দিনের সম্পদ। শিশুর বিকাশ যত সুন্দর হবে জাতির ভবিষ্যৎ তত সুন্দর হবে। এই জন্য শিশুর প্রতিপালন, বেড়ে ওঠা এবং শিক্ষা-দীক্ষা সকল বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। এই পৃথিবীর জীবনে মানুষের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য এবং পরস্পর নির্ভরশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা মানবসমাজকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণি নির্ভরশীল এবং অপর শ্রেণি নির্ভরস্থল। শিশুরা প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছা পর্যন্ত নির্ভরশীল শ্রেণিতে থেকে যায়। তখন তাকে দেখাশোনা ও লালনপালনের প্রশ্ন আসে। আরবিতে একে 'হাযানাহ' বলে। 'المحضون' (প্রতিপাল্য) যে নিজের কাজ নিজে করতে অক্ষম আর যাদের উপর নির্ভরশীল তাদেরকে 'الحاضن বা الحاضنة' (অভিভাবক) বলে। প্রতিপাল্যের লালনপালনে কার কি দায়িত্ব এবং কে এর অধিকারী হবে -- সব বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইসলামী আইনে এবং প্রচলিত আইনে রয়েছে। মানুষ যেমন প্রয়োজনে দাম্পত্য সম্পর্কে জড়ায় আবার নানাবিধ কারণে বিচ্ছেদও ঘটে। সাম্প্রতিক আমাদের দেশে নারী-পুরুষের বিচ্ছেদের হার অনেক বেড়েছে। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের পর সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশু সন্তান। সুতরাং মা-বাবার বিচ্ছেদের পর সন্তান কার কাছে থাকবে তা নিয়ে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী বা পরিবার বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। তার সুন্দর সমাধান ইসলামী ফিকহবিদ ও আইনজ্ঞগণ প্রদান করেছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রচলিত আইন এবং শরীয়া আইনের পর্যালোচনা তুলে ধরা হল।

২. হাযানাহ এর (حضانة) পরিচয়

২.ক. হাযানাহ এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

ইবনে মনজুর বলেন, 'হাযানাহ' শব্দটি حضن মূলধাতু হতে নির্গত। অর্থ : প্রতিপালন করা, দেখাশোনা করা, হেফাজত করা (Ibn Manẓūr 2000, 4/152)। ড. ফজলুর রহমান বলেন, হাযানাহ অর্থ-শিশুর লালনপালন করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, (ডিমে) তা

দেয়া (Rahman 2005, 412)। ক্যামব্রিজ ডিকশনারিতে Custody (হাযানাহ) এর অর্থ করা হয়েছে-The legal right or duty to care for someone or something, especially a child after its parents have separated or died (CD 2020). আরবিভাষীরা নার্সারি স্কুলকে مَدْرَسَةُ الْحضَانَة বলে (Misbah 1990, 803)।

২.খ. হাযানাহ এর পারিভাষিক অর্থ

সাইয়্যিদ শরীফ জুরজানি বলেন, هيَ تربية الولد 'হাযানাহ হল, সন্তান প্রতিপালন করা' (Al-Jurjānī 1983, N.P)।

ইবনে কুদামা বলেন,

هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه.

হাযানাহ হচ্ছে নিজের কাজ নিজে করতে অক্ষম এমন শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ এবং তার কল্যাণে লালনপালন করা (Ibn Qudāmah 1968, 7/613)।

ইমাম নববী বলেন,

القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته مما يؤذيه.

যে নিজের কাজ নিজে করতে অক্ষম এবং যার বুঝশক্তি হয়নি এমন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ, কল্যাণকর উপায়ে তাকে লালনপালন এবং কষ্টদায়ক বস্তু থেকে তাকে সুরক্ষা প্রদান (Al-Nawawī 1991, 4/237)।

সাইয়িদ আমিমুল ইহসান বলেন,

هي تربية الولد والحِضنُ في حمل الصبي ما دون الإبط إلى الكشح

হাযানাহ হচ্ছে সন্তান লালনপালন করা, আর حضن শব্দের অর্থ শিশুকে বগল ও কোমরের মধ্যবর্তী স্থানে বহন করা (Ihsān 1991, 166)।

ফিক্‌হ শাস্ত্রে হাযানাহ শব্দের সমার্থক পরিভাষা হিসেবে তিনটি শব্দ রয়েছে। যথা-

১. আল-কাফালাহ্ (الكفالة) : জিম্মাদারি;

২. আল-বিলায়াহ (الولاية) : কর্তৃত্ব বা অভিভাবকত্ব;

৩. আল-বিসায়াহ (الوصاية) (মৃত্যুপরবর্তী সময়ের জন্য অর্পিত) দায়িত্ব (Al-Mausū'ah 2003, 17/299)।

৩. ইসলামী শরীয়তের আলোকে হাযানাহ

স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের পর অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের দায়িত্ব কে নিবে ইসলাম তার সুন্দর সমাধান দিয়েছে। যদিও জাহেলি যুগে এর কোন নিয়ম-নীতি ছিল না, ফলে বিচ্ছেদের পর শিশুদের জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত হত। কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলাম এর ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান দিয়েছে এবং সঙ্গে কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

৩. ক. আল-কুরআনে হাযানাহ প্রসঙ্গ

আল-কুরআন হলো ইসলামের প্রধান ও মূল দলিল। মহান আল্লাহ কুরআনে হাযানাহ বা সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾

(হে রাসূল,) এ খবরসমূহ অদৃশ্য বিষয়ের যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করছি। আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা কে মারয়ামের তত্ত্বাবধান করবে তা নির্ধারণের জন্য কলম নিক্ষেপ করেছিল আর যখন তারা এ বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করছিল তখনও আপনি তাদের কাছে ছিলেন না (Al-Qurān, 3: 44)।

উপর্যুক্ত আয়াত থেকে মারয়াম আ.-এর 'কাফালাহ' (জিম্মাদারী) ও 'হাযানাহ' (লালনপালন) প্রমাণিত হয়। পুরস্কার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তারা নিজেদের মধ্যে লটারি করেছিল কে মারয়ামকে লালনপালন করবে ও তার কাফিল হবে (Ibn Kathīr 1999, 2/707)।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا﴾

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; এবং তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলো (Al-Qurān,17: 23)।

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ করার গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন তারা বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের সেবা-শুশ্রূষা, দেখভাল ও পরিচর্যা করতে। যেমন পিতামাতা আমাদের শিশুকালে লালনপালন করে থাকেন। আর তাদেরকে অশোভনীয় কোন কথা বলা যাবে না, এমনকি অশোভনীয় কথার সর্বনিম্ন শব্দ 'উফ' বলতে নিষেধ করেছেন (Ibn Kathīr 1999, 6/289)।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾

তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সঙ্গে এবং প্রসব করে কষ্টের সঙ্গে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার স্তন ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস (Al-Qurān, 46: 15)।

আলোচ্য আয়াতে সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ- সন্তান গর্ভে ধারণ করতে ও দুধ ছাড়াতে নারীদের নিম্নে ত্রিশ মাস (গর্ভধারণ সর্বনিম্ন ছয় মাস + দুধপান চব্বিশ মাস = ত্রিশ মাস) লাগে । সন্তান লালনপালনে মায়ের কষ্টের আলোচনা করা হয়েছে (Ibn Kathīr 1999, 10/214-218)।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায় তাঁর জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর স্তন্য পান করাবে (Al-Qurān, 2: 233)।

আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তালাকপ্রাপ্তা নারীর যদি সন্তান থাকে এবং সে যদি তাকে দুধ পান করাতে রাজি থাকে সে ক্ষেত্রে তার অধিকার রয়েছে যে সে তাকে দুধ পান করাবে। আর যদি দুধ ছাড়ায় তাহলে মা-ই সন্তানের হাযানাহ বা লালনপালনের অধিক হকদার হবে, যতক্ষণ না সে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে (Ibn Kathīr 1999, 3/583-584)।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾

আর তোমাদের সন্তানদেরকে দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না (Al-Qurān, 17: 31)।

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতা তাদের সন্তানদের প্রতিপালনে যতটুকু যত্নবান হয় তার চাইতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতিপালনে বেশি যত্নবান ও অনুগ্রহশীল। এ জন্য মহান আল্লাহ পিতামাতার প্রতি আহবান করছেন যে, তোমরা অভাব-অনটন ও দরিদ্রতার ভয়ে সন্তানদের হত্যা করো না (Ibn Kathīr 1999, 6/299)।

আল কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে সন্তান প্রতিপালনের বিধান নির্দেশ করেছেন। সন্তানের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

৩. খ. পবিত্র হাদীসে হাযানাহ প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসের মাধ্যমে আমাদেরকে সন্তান প্রতিপালন ও হাযানাতের বিধান প্রদান করেছেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي.

একবার একজন মহিলা এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার এ পুত্র সন্তানের জন্য আমার পেট ছিল আধার, আমার স্তন ছিলো তার পানপাত্র এবং আমার কোল ছিলো তার আশ্রয়স্থল। তার পিতা আমাকে তালাক দেয় এবং এখন আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে চায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যতক্ষণ তুমি অন্যত্র বিবাহ না করবে ততক্ষণ তুমি তার ব্যাপারে অধিক হকদার' (Aḥmad 1999, 6707)।

হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং তাঁর সঙ্গে ইমাম যাহাবী একমত হয়েছেন (Al-Mausū'ah 2003, 17/302)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে 'হাযানাহ' প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ মাতা অন্যত্র বিবাহ করার পূর্বে পিতার চেয়ে সন্তান প্রতিপালনের অধিক হকদার হবে।

রাফে' ইবনে সিনান রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ ﷺ الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ، فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ

তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, কিন্তু তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালো। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ মাকে একপাশে বসালেন এবং পিতাকে অন্য পাশে বসালেন; বালকটিকে বসালেন তাদের দুইজনের মাঝখানে। বালকটি মায়ের প্রতি ঝুঁকলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন, হে আল্লাহ্ তুমি বালকটিকে সঠিক পথের সন্ধান দাও। তখন বালকটি পিতার প্রতি ঝুঁকলো। পিতা তাকে গ্রহণ করলেন (Al-Nasāī 1991, 6385)।

উপর্যুক্ত হাদীসটি 'হাযানাহ' বা সন্তান প্রতিপালনে পিতার অধিকার প্রমাণ করে। সন্তানের মাতা যদি বিধর্মী হয় তখন মাতা সন্তান লালনপালনের অধিকার হারাবে। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাফে' রা.-এর ছেলের লালনপালনের দায়িত্ব মাতাকে না দিয়ে পিতাকে দিয়েছেন। তা ছাড়া লালনপালনের ক্ষেত্রে সন্তানের মতামতও নেওয়া হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়েছেন।

সহীহুল বুখারীতে বারা ইবনে 'আযিব রা.-এর সূত্রে নিম্নরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে,

فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

(হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে) হামযা রা.-এর কন্যার অধিকার নিয়ে আলী রা., জাফর রা. এবং যায়েদ রা.-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। আলী রা. বললেন, আমি তার প্রতিপালনের অধিক হকদার। কেননা সে আমার চাচার মেয়ে। জাফর রা. বললেন, আমি তার প্রতিপালনের বেশি দাবিদার। এজন্য যে, সে আমার চাচাতো বোন এবং তার খালা আমার স্ত্রী। যায়েদ রা. দাবি করলেন, সে আমার ইসলামী ভাইয়ের কন্যা। (বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উত্থাপিত হলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ লালনপালনে খালার অধিকারের ফয়সালা করে দিলেন এবং বললেন, খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত' (Al-Bukhārī 1987, 2552)।

আলোচ্য হাদীসটি 'হাযানাহ' শরীয়ত অনুমোদিত হওয়ার অকাট্য দলিল। আর যখন শিশুর লালনপালনের অধিকার নিয়ে বিবাদ দেখা দিবে তখন খালা অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের মধ্যে প্রাধান্য পাবে। যেমন উপর্যুক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা করেছেন এবং একটি মূলনীতিও বলে দিয়েছেন الخالة بمنزلة الأم বা 'খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত'।

আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَد نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ

একজন মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার স্বামী আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়। আমার ছেলে আমার উপকার করে, আবু ইনাবার কূপ থেকে পানি এনে

আমাকে পান করায়। এমন সময় ছেলেটির বাবা এসে সেখানে উপস্থিত হল। নবী করিম ﷺ বললেন, হে ছেলে, এই হল তোমার বাবা আর এই হলো তোমার মা। তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার হাত ধরো। ছেলেটি তার মায়ের হাত ধরল। মহিলাটি ছেলেকে নিয়ে চলে গেল (Al-Nasāī 1991, 8456)।

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সন্তানের 'হাযানাহ' বা লালনপালনের ক্ষেত্রে সন্তানের মতামত নেওয়ার দলিল রয়েছে। আরো প্রমাণিত হয় যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের প্রতিপালন করা ও তাদের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে মায়েরা অধিক হকদার হবেন।

৪. হাযানাতের হুকুম

শরীয়তের দৃষ্টিতে 'হাযানাহ' বা অপ্রাপ্ত শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব নেওয়া ওয়াজিব (Ibn Qudāmah 1968, 7/612)। অন্যথায় শিশুটির যথাযথ দেখাশুনা, লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বর্জন করার কারণে অনেক সময় সে মৃত্যুবরণ করে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সুতরাং তাকে মৃত্যু ও ধ্বংস হওয়া থেকে তাকে রক্ষা করা আবশ্যক (Al-Nafrāwī 1995, 2/102)।

তবে লালন-পালনের দায়িত্ব পালনের মতো ব্যক্তি যদি একজন হয় অথবা কয়েকজন হয়; কিন্তু শিশু নির্দিষ্ট একজন ব্যতীত অপর কারো লালনপালন গ্রহণ না করে তাহলে তার উপর অত্যাবশ্যকীয় (الوجوب العينى) হবে। আর যদি একাধিক হয় তাহলে যে কোন একজনের উপর ওয়াজিব (الوجوب الكفائى) হবে (Al-Mausū'ah 2003, 17/300)।

৫. হাযানাতের অধিকারী হওয়ার শর্তাবলি

যে সকল শর্ত পাওয়া গেলে শিশু হাযানাতের অধিকারী হবে তা নিয়ে ইসলামী আইনজ্ঞদের কয়েকটি মত রয়েছে :

ক. ফকিহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শিশু তথা অপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের হাযানাতের অধিকারী হওয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত। এই মত ব্যক্ত করেছেন জমহুর উলামায়ে কেরাম। অর্থাৎ হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলিমগণ। (Ibn 'Abidīn 1992, 2/641)

খ. হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী এবং মালিকি মাযহাবের এক মত অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক যদি পাগল কিংবা বিকৃতমস্তিষ্ক হয়, তাহলেও সে হাযানাতের অধিকারী হবে (Ibn 'Abidīn 1992, 2/641)।

গ. মালিকি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হল, ছেলে শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হলেই হাযানাতের অধিকার হারাবে, যদিও সে পাগল কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় (Al-Dusūkī 2015 2/532)।

৬. প্রতিপাল্য শিশুর পরিচর্যার মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত হবে

শিশুর প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অভিভাবকের প্রধান প্রধান দায়িত্ব হলো :

ক. ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক বস্তু হতে তাকে রক্ষা করা;

খ. তাকে উত্তমরূপে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া, যেন সে চরিত্রবান হিসেবে বেড়ে ওঠে; আর তা এমন কাজের মাধ্যমে যা তার জন্য উপকারী হয়;

গ. তাকে উত্তম খাবার-দাবার দিয়ে দায়িত্ব পালন করা;

ঘ. তাকে গোসল করানো ও তার পোশাকাদি ধৌত করে দেওয়া এবং তার চুলে তেল দিয়ে দেওয়া।

ঙ. তাকে সুন্দর করে ঘুম পাড়ানো এবং জাগিয়ে তোলা (Al-Kāsānī 1986, 4/40)।

৭. প্রতিপালনকারী ও প্রতিপাল্যের অধিকার

যে শিশুর লালনপালন করা হবে এবং যিনি লালনপালন করবেন, প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট কিছু হক বা অধিকার রয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত তুলে ধরা হল:

৭.ক. রক্ষণাবেক্ষণকারীর অধিকার

রক্ষণাবেক্ষণকারী বা লালনপালনকারীর হক বা অধিকার হল, যদি সে লালনপালনের দায়িত্ব ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। কেননা এটা তার উপর ওয়াজিব নয় (Ibn 'Abidīn 1992, 2/636)।

আর যদি তার অধিকার বাতিল করে দেয় তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। পরবর্তীকালে যদি ফিরিয়ে নিতে চায় এবং সে এর অধিকারী হয় তাহলে তার অধিকার সে ফিরে পাবে। অধিকাংশ ইসলামী আইনজ্ঞদের মতামত এটি। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, 'সময় নবায়নের কারণে তার অধিকারও নবায়ন হবে' (Al-Ramlī 1984, 7/219)।

৭.খ. প্রতিপাল্যের অধিকার

প্রতিপাল্যের অন্যতম অধিকার এই যে, যদি সে তার মাতা ছাড়া অন্য কাউকে লালনপালনের জন্য গ্রহণ না করে অথবা তার মাতা ব্যতীত অন্য কেউ অভিভাবক হতে অস্বীকৃতি জানায়, অথবা প্রতিপাল্য বা তার পিতার কোনো সম্পদ না থাকে এক্ষেত্রে প্রতিপালনের দায়িত্ব মায়ের ওপর বর্তাবে এবং তাকে বাধ্য করা হবে (Ibn 'Abidīn 1992, 2/632)।

৮. প্রতিপালনের যোগ্য ব্যক্তি ও তার ক্রম

অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান একটি নির্দিষ্ট সময় সীমায় না পৌঁছা পর্যন্ত তার মা-ই তার লালনপালনের অধিকারী হবেন। অবশ্য সন্তানের নিরাপত্তা ও কল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো বিশেষ কারণে তার এ অধিকার খর্ব হতে পারে (IFB 1996, act 398)।

ক. স্বামী-স্ত্রী যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে

স্বামী-স্ত্রী যদি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এক্ষেত্রে যোগ্যতা বা সামর্থ্য থাকলে নারী পুরুষ উভয়েই নাবালকের প্রতিপালন করতে পারবে (Al-Mausū'ah 2003, 17/301)।

তবে পুরুষের তুলনায় নারীকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। কেননা, পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি কোমল হৃদয় ও নরম স্বভাবের হয়ে থাকে। আর নারীরা শিশু সন্তান লালনপালনে

পুরুষের তুলনায় বেশি অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত হয়ে থাকে। এরপরই পুরুষরা বেশি হকদার। কেননা তারা পৃষ্ঠপোষকতা, রক্ষণাবেক্ষণে এবং শিশু ও নাবালেগের ভালোমন্দের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অধিক সক্ষম হয়ে থাকে (Al-Kāsānī 1986, 4/40)।

খ. স্বামী-স্ত্রীর যদি বিচ্ছেদ ঘটে

আর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যখন বিচ্ছেদ ঘটে তখন সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে মা অধিক হকদার হবে এবং সন্তানকে মায়ের জিম্মায় রাখা হবে (Al-Marghīnānī 2010, 2/221)।

দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও শরীয়া আইনে নিজ সন্তানের তত্ত্বাবধানের অধিকারী হবেন মা। এ বিষয়ে সকল মাযহাবের ইমাম একমত যে, মা অধিক হকদার হবে (Alamgeer 2000 1/724)।

গ. সন্তানের খরচ পিতার দায়িত্বে

পিতা সন্তানের জীবন ও সম্পত্তির আসল অভিভাবক (الولي) বা Guardian; তাই সন্তানের খরচ পিতার দায়িত্বে থাকবে (Al-Marghīnānī 2010, 2/221)।

ঘ. অভিভাবক নির্বাচনে সন্তানের মতামত

প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সন্তানের মতামত গ্রহণ করা যাবে। যেমন পূর্বে রাফে ইবনে সিনান রা.-এর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাফে রা.-এর সন্তানের মতামত গ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে আবু হুরায়রা রা. এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্তানের মতামত গ্রহণ করেছেন। সুতরাং সন্তানের ভালো মন্দের জন্য তার মতামত গ্রহণের সুয়োগ রয়েছে (Al-Jawjiyyah 1998 4/213)।

৯. মায়ের অবর্তমানে সন্তানের হাযানাহ

মায়ের অবর্তমানে হাযানাতের অধিকারী হওয়ার ধারায় বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। নিম্নে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো:

৯.১. হানাফী মাযহাব

কোনো কারণে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের মাতা যদি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয় এক্ষেত্রে মায়ের মা অর্থাৎ নাবালেগের নানি হাযানাতের অধিকারী হবেন। এরপর নাবালেগের দাদি অধিকারী হবেন, যদিও উপরের দিকের হয়। অতঃপর সহোদর বোন। এরপর বৈপিত্রেয় বোন অধিকারী হবেন। এরপর বৈমাত্রেয় বোন। অতঃপর আপন ভাগ্নী অধিকারী হবেন। এরপর বৈপিত্রেয় ভাগনী। অতঃপর আপন খালা, এরপর বৈপিত্রেয় খালা (মায়ের বৈপিত্রেয় বোন), অতঃপর বৈমাত্রেয় খালা। অতঃপর বৈমাত্রেয় বোনের মেয়ে। অতঃপর আপন ভাতিজি (আপন ভাইয়ের মেয়ে)। অতঃপর বৈপিত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে, তারপর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে। অতঃপর আপন ফুফু। অতঃপর বৈপিত্রেয় ফুফু, তারপর বৈমাত্রেয় ফুফু। অতঃপর মায়ের খালা। অতঃপর পিতার খালা। অতঃপর মায়ের ফুফু, তারপর পিতার ফুফু (Ibn 'Abidīn 1992 2/639)।

তাদের অবর্তমানে যারা 'আসাবাহ'[১] মিরাসের ক্রম অনুযায়ী তারা এই দায়িত্ব পাবে। সুতরাং পিতা অগ্রগামী হবেন, এরপর দাদা, অতঃপর সহোদর ভাই। এরপর বৈমাত্রিয় ভাই, তারপর এরূপভাবে তার সন্তানেরা অতঃপর চাচা এরপর তার সন্তানেরা।

আর যদি অভিভাবক হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি একাধিক হয়, তাহলে অধিক আল্লাহভীরুকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এরপর যিনি অধিক বয়স্ক তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর যদি 'আসাবাহ' না থাকে তাহলে হাযানাতের অধিকার পুরুষ মাহরামদের নিকট প্রত্যার্বতন করবে। সুতরাং বৈপিত্রেয় দাদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এরপর বৈপিত্রেয় ভাই, তারপর তার সন্তানেরা অগ্রধিকার পাবে। এরপর বৈপিত্রেয় চাচা অগ্রাধিকার পাবে। অতঃপর আপন মামা এরপর বৈপিত্রেয় মামা। আর যদি সবাই সমান বা অগ্রাধিকারের দিক থেকে বরাবর হয়, তাহলে যে প্রতিপাল্যের জন্য বেশি কল্যাণকর হবে সে অগ্রাধিকার পাবে। এরপর যে অধিক আল্লাহভীরু, এরপর যে তাদের মধ্যে বড় সে অধিকারী হবে (Ibn 'Abidīn 1992 2/638-639)।

৯.২. মালিকী মাযহাব

মালিকী মাযহাব অনুযায়ী শিশুর পরিচর্যার দায়িত্ব মায়ের পর নানী অধিকারী হবেন। এরপর মায়ের দাদী অধিকারী হবেন। অতঃপর মায়ের দাদী। আর এক্ষেত্রে শিশুর মায়ের দিকের আত্মীয় যেমন, নানী, খালা ইত্যাদি পিতার দিকের আত্মীয় যেমন, দাদী, ফুফুর উপর প্রাধান্য পাবে। এরপর প্রতিপাল্যের সহোদরা খালা অধিকারী হবেন। এরপর মায়ের দিকের যারা আছেন, অতঃপর পিতার দিকের যারা আছেন তারা অধিকারী হবেন। অতঃপর মায়ের আপন খালা। এরপর খালার দিকের যারা আছেন, এরপর পিতার দিকের যারা আছেন। এরপর মায়ের ফুফু। তারপর পিতার দাদি। পিতার দাদির পর দায়িত্ব পাবে পিতা। এরপর প্রতিপাল্যের সহোদরা বোন। অতপর মায়ের দিকের যারা আছেন। অতঃপর পিতার দিকের যারা আছেন। এরপর ফুফু অধিকারী হবেন। এরপর উল্লেখিত ক্রমে বৈমাত্রেয় ফুফু। অতপর বৈমাত্রেয় খালা। এরপর ভাইয়ের মেয়ে লালনপালনের অধিকারী হবে না বোনের মেয়ে, এক্ষেত্রে মালিকী ফকিহগণ মতবিরোধ করেছেন। এরপর যার জন্য অসিয়ত করা হবে সে অধিকারী হবে। এরপর ভাই। এরপর পিতার দিকের দাদা। এরপর ভাইয়ের ছেলে। এরপর চাচা। এরপর চাচাত ভাই। এরপর আযাদকৃত গোলাম। এরপর আযাদকারী গোলাম (Al-Dusūkī 2015, 2/527-528)।

৯.৩. শাফেয়ী মাযহাব

শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী মায়ের পরে প্রতিপালনের দায়িত্ব পাবে মেয়ে। এরপর মায়ের দিকের ঐ সকল মা যারা নারী হিসেবে সম্পদের উত্তরাধিকারী। এক্ষেত্রে নিকটতম হিসেবে অগ্রগামী হবে। এরপর পিতার দিকের দাদা অধিকারী হবেন। এরপর দাদি অধিকারী হবেন। তবে মায়ের দিকের নারীরা যেমন নানী, খালা প্রমুখ

---

১. পিতার দিকের আত্মীয়।

পিতার দিকের নারী যেমন দাদী, ফুফুর তুলনায় অগ্রাধিকার পাবেন। কেননা, সন্তানের মায়ের দিকের নারীদের মায়া-স্নেহ পিতার দিকের নারীদের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। আর তারা পিতার দিকের নারীদের তুলনায় সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ায় অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। অতপর পিতার মায়ের পরে ঐ সকল নারী অগ্রাধিকার পাবে যারা নারী হওয়া এবং সম্পদের উত্তাধিকারী হওয়ার দিক দিয়ে অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। অতঃপর পিতার পিতার মাতা অগ্রগণ্য হবে এবং ঐ সকল নারী অগ্রাধিকার পাবে যারা নারী হওয়া এবং সম্পদের উত্তাধিকারী হওয়ার দিক দিয়ে অগ্রগণ্য। অতঃপর দাদার পিতার মাতা এবং ঐ সকল নারী অগ্রাধিকার পাবে যারা নারী হওয়া এবং সম্পদের উত্তাধিকারী হওয়ার দিক দিয়ে অগ্রগণ্য। আর এর প্রত্যেকটিতেই আত্মীয়তার নৈকট্যের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এরপর সহোদরা বোন। এরপর বৈমাত্রেয় বোন। অতপর বৈপিত্রেয় বোন। অতঃপর খালা এই ক্রম অনুযায়ী। এরপর বোনের মেয়ে (ভাগনী)। অতঃপর ভায়ের মেয়ে (ভাতিজী)। অতঃপর আপন ফুফু, তারপর বৈমাত্রেয় ফুফু, তারপর বৈপিত্রেয় ফুফু।

শাফিয়ী মাযহাবের পুরাতন ফতোয়া অনুযায়ী পিতা ও দাদার মাতাদের উপর বোন ও খালাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। বোনদের এই জন্য অগ্রাধিকার দিতে হবে যে, তারা শিশুর একই ঔরসে ও একই পেটে-জন্মগ্রহণ করেছে। আর খালাদের অগ্রাধিকার এজন্য করতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'খালা মায়ের সমতুল্য' (Ibn Ḥajar 2017, 7/499)।

৯.৪ হাম্বলী মাযহাব

হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী মায়ের অবর্তমানে নাবালেগের দায়িত্ব পাবে মায়ের মায়েরা। এক্ষেত্রে নিকট আত্মীয় হিসেবে অগ্রাধিকার পাবে[২], অর্থাৎ যে যত নিকটে সে অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে অধিকারী হবে। এরপর পিতা অধিকারী হবেন। অতঃপর পিতার মাতাগণ; নিকট আত্মীয় হিসেবে ক্রমানুসারে অধিকারী হবে। এরপর নাবালেগের দাদা। অতঃপর দাদার মায়েরা; নিকটাত্মীয় হিসেবে ধারাবাহিকভাবে অধিকারী হবে। অতঃপর সহোদরা বোন নাবালেগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। অতঃপর বৈপিত্রেয় বোন। এরপর পিতা। অতঃপর আপন খালা। অতঃপর বৈপিত্রেয় খালা, এরপর বৈমাত্রেয় খালা। এরপর আপন ফুফু। অতঃপর বৈপিত্রেয় ফুফু, তারপর বৈমাত্রেয় ফুফু। অতঃপর মায়ের খালা, এরপর পিতার খালা। অতঃপর পিতার ফুফু। অতঃপর বোনের মেয়েরা, তারপর ভাইয়ের মেয়েরা। অতঃপর চাচাতো বোনেরা, তারপর ফুফাতো বোনেরা। এরপর বৈমাত্রেয় চাচাতো বোনেরা, অতঃপর বৈমাত্রেয় ফুফাতো বোনেরা। এক্ষেত্রে আপন বোনেরা অগ্রধিকার পাবে অতঃপর বৈপিত্রেয় বোনেরা, তারপর বৈমাত্রেয় বোনেরা অধিকারী হবেন। এরপর লালনপালনের দায়িত্ব পাবে অন্যান্য আসাবাগণ। নিকটাত্মীয় হিসেবে।[৩] আর প্রতিপাল্য যদি মেয়ে হয় সে ক্ষেত্রে

২. القربى فالقربى (নিকটতম হিসেবে প্রাধান্য পাবে)।
৩. الأقرب فالأقرب (নিকটতম হিসেবে প্রাধান্য পাবে)।

মাহরামদের মধ্যে যারা 'আসাবা (পিতার দিকের আত্মীয়) রয়েছে তারা অগ্রাধিকার পাবে। যদিও এই সম্পর্ক রিদাঈ (দুধ পান করানোর সম্পর্ক) হয়। আর এই দায়িত্ব তখন যখন প্রতিপাল্য অপ্রাপ্ত বয়সের হবে। আর যদি প্রাপ্ত বয়স হয় তাহলে চাচাতো ভাইয়েরা লালনপালনের অধিকারী হবে না (Al-Bahūtī 1986, 5/497, 498)।

১০. যারা প্রতিপাল্যের অধিকারী হবেন তাদের জন্য শর্তসমূহ

হাযানাত এক প্রকারের অভিভাবকত্ব, আর কেবলমাত্র যোগ্যরাই এর অধিকারী হবেন। এজন্যই ফকিহগণ হাযানাতের জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এধরনের শর্ত তিন প্রকার:

১. আম বা সাধারণ শর্ত, যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য;
২. পুরুষের জন্য বিশেষ শর্ত;
৩. নারীর জন্য বিশেষ শর্ত।

১০.১. সাধারণ শর্ত, যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য

১০.১.১. ইসলাম

শাফিয়ী, হাম্বলী এবং মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতে, প্রতিপালনকারী ব্যক্তি অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। এক্ষেত্রে মূলনীতি হল, মুসলিমের উপর কাফিরের অভিভাবকত্ব বা জিম্মাদারী নেই (Al-Azharī 1997, 1/409)।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَلاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.

> দুইটি ভিন্ন ধর্মের অনুসারী কখনোই পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।' এতে প্রতিপাল্যের দ্বীনের ক্ষতির আশংকা থাকে (Abū Dā'ūd 2009, 2911)।

আর হানাফী মাযহাবে পুরুষ হলে কেবলমাত্র ইসলামের শর্ত আরোপ করা হবে। সুতরাং প্রতিপাল্য মেয়ে হলে হানাফী মাযহাব এবং কতিপয় মালিকীদের নিকট ইসলামের শর্ত করা হবে না। এক্ষেত্রে প্রতিপাল্যকে বন্দি ও প্রহার করার আশংকা থাকে (Ibn 'Abidīn 1992 2/638-639)।

১০.১.২. বুদ্ধিবিবেকসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া

প্রতিপাল্যের জিম্মাদারী নেওয়ার জন্য আকেল বা বিবেকসম্পন্ন হতে হবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। সুতরাং পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্করা জিম্মাদারীর অধিকারী হবে না। কেননা তারা প্রতিপাল্যের প্রয়োজনাদি পূরণ করতে পারবে না এবং তাদের ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারবে না। বুদ্ধিবিবেকসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার ব্যাপারে সকল মাযহাব একমত পোষণ করেছে (Al-Shirbīnī 1997, 3/456-458)।

১০.১.৩. দ্বীনের ক্ষেত্রে পূর্ণ আমানতদার থাকা

প্রতিপাল্যের জিম্মাদারী নেওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হল, দ্বীনের ক্ষেত্রে পূর্ণ আমানতদার থাকা। কেননা, ফাসিক বা পাপাচারী ব্যক্তির কোনো আমানত শরীয়ত

সমর্থন করে না। পাপাচার দ্বারা উদ্দেশ্য এমন পাপ কাজ, যা প্রতিপাল্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে (Ibn ‘Abidīn 1992, 2/633)।

অন্যথায় পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি প্রতিপাল্যকে বিভিন্ন ধরনের পাপাচারে অভ্যস্ত করে তুলতে পারে। যেমন, মদপানে অভ্যস্ত করে তোলা, চুরি, ব্যভিচার, হারাম খেলাধুলায় অভ্যস্ত করা ইত্যাদি (Al-Bahūtī 1986, 5/498)।

১০.১.৪. প্রতিপাল্যের অবস্থা অনুযায়ী জীবন নির্বাহ করা

প্রতিপাল্যের অবস্থা অনুযায়ী তার জীবন নির্বাহ করা। সুতরাং কেউ যদি বার্ধক্যের কারণে জীবন নির্বাহ করতে অক্ষম হয় তাহলে সে জিম্মাদারী পাবে না। অথবা এমন কোনো রোগ যা তাকে প্রতিপালনে বাধা-প্রদান করবে তাহলে সে প্রতিপালনের অধিকারী হবে না। অথবা প্রতিপালনকারী জরুরী কাজে বারবার দূরে বা বিদেশ গমন করে আর প্রতিপাল্যকে একা রেখে যায়, যার কারণে তার ক্ষতির আশংকা করা হয় তাহলেও তার জিম্মাদারী বাতিল হয়ে যাবে। তবে যদি এমন কেউ থাকে যে প্রতিপাল্যকে সাহায্য করবে এবং ক্ষতি হতে বাঁচাবে তাহলে তার জিম্মাদারী বাতিল হবে না (Al-Shirbīnī 1997, 3/456-458)।

১০.১.৫. দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত না হওয়া

এমন কোনো রোগ না থাকা, যার দ্বারা প্রতিপাল্য সংক্রমিত হতে পারে। যেমন- কুষ্ঠরোগ, শ্বেতরোগ ইত্যাদি। তাহলে তার জিম্মাদারী রহিত হয়ে যাবে (Al-Ramlī 1984, 7/218)।

১০.১.৬. সুস্থ মতিসম্পন্ন হওয়া

মালিকী মাযহাব এবং শাফিয়ী মাযহাব অনুযায়ী সুস্থ মতির অধিকারী হওয়া শর্ত। সুতরাং মতিভ্রষ্ট অপচয়কারী লোকেরা অভিভাবকত্বের অধিকারী হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে প্রতিপাল্যের সম্পদ ধ্বংস করে দেওয়ার আশংকা থাকে (Al-Shirbīnī 1997, 3/456-458)।

১০.১.৭. স্থান নিরাপদ থাকা

যে সকল প্রতিপাল্য প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছেছে এবং তাদের অবস্থান স্থলে তাদের নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে অথবা সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাদের জন্য স্থান নিরাপদ থাকা শর্ত (Al-Dusūkī 2015, 2/529)।

সুতরাং যে এমন গৃহে বাস করে যেখানে অসৎ ও বেয়াড়া লোকদের আনাগোনা রয়েছে তার জিম্মাদারী সাব্যস্ত হবে না। এটি মালিকী মাযহাবের শর্ত (Al-Azharī 1997, 1/409)।

১০.১.৮. অভিভাবকের সফর করার সম্ভাবনা না থাকা

অভিভাবকের বিভিন্ন অঞ্চল, দেশে সফর করার সম্ভাবনা না থাকা। কেননা তখন প্রতিপাল্যের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির আশংকা থাকে (Al-Mausū'ah 2003, 17/307)।

১০.২. পুরুষের জন্য বিশেষ শর্ত

১০.২.১. মেয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরুষকে অবশ্যই মাহরাম হতে হবে। সুতরাং প্রতিপাল্য মেয়েটি যদি যৌন কামনাযুক্ত হয়, সে ক্ষেত্রে চাচাতো ভাই বা মামাতো ভাই অভিভাবকের দায়িত্ব পাবে না। কেননা, প্রতিপাল্য প্রতিপালনকারীর জন্য মাহরাম নয়, বরং তার সঙ্গে বিবাহ বৈধ। আর প্রতিপাল্য যদি শিশু বা এমন অপ্রাপ্তবয়স্কা হয় যে তার প্রতি কামনা-বাসনা না থাকে এবং বিপদের আশঙ্কা মুক্ত হয় সে ক্ষেত্রে চাচাতো ভাই মামাত ভাইয়ের দায়িত্ব রহিত হবে না (Al-Kāsānī 1986, 4/43)।

১০.১.২. মালিকী মাযহাব অনুযায়ী পুরুষের হাযানাত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রতিপালনকারী পুরুষের নিকট কোনো নারী থাকা আবশ্যক। যেমন, তার স্ত্রী অথবা ক্রীতদাসী অথবা এই কাজের জন্য মজুরি প্রদত্ত কোনো সেবিকা অথবা কোনো স্বেচ্ছাসেবিকা। কেননা নারীরা প্রতিপালনে দক্ষ হয়ে থাকে (Al-Azharī 1997, 1/409)।

১০.৩. নারীর জন্য বিশেষ শর্ত

প্রথমত : প্রতিপাল্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত নারী এমন কোনো পুরুষের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না, যে প্রতিপাল্যের সম্পর্কীয় লোক নয়। কেননা সে স্বামীর কাজে ব্যস্ত থাকবে এবং তার সুবিধা দেখবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, أَنْت احق به مالم تنكحي। (তুমি তার বেশি হকদার যতক্ষণ না তুমি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হও) (Aḥmad 1999, 2/182)।

সুতরাং যে মহিলা প্রতিপাল্যের সম্পর্কীয় লোক নয় এমন কাউকে বিবাহ করে সে তার রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী হবে না। অতএব হানাফী, শাফিয়ী এবং হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী এমন পুরুষের সঙ্গে আকদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাযানত রহিত হয়ে যাবে। আর মালিকী মাযহাব আনুযায়ী যৌন মিলনের সঙ্গে সঙ্গে রহিত হয়ে যাবে (‘Illish 1989, 2/456)।

দ্বিতীয়ত : রক্ষণাবেক্ষণকারী নারী অবশ্যই প্রতিপাল্যের মাহরাম হতে হবে। যেমন, তার মা অথবা তার বোন। চাচাতো বোন ও ফুফাতো বোনেরা হাযানাতের অধিকারী হবে না। অনুরূপভাবে মামাতো বোন ও খালাতো বোনেরা হাযানাতের অধিকারী হবে না। এই মত হানাফী ও মালিকী মাযহাবের। তবে শাফিয়ী এবং হাম্বলীদের নিকট এটা কোনো শর্ত নয়।

তৃতীয়ত : লালনপালনকারিণী প্রতিপাল্যকে নিয়ে এমন কোনো ঘরে বসবাস করতে পারবে না, যা প্রতিপাল্যের কষ্ট ও মনোবেদনার কারণ হয়। যেমন, প্রতিপাল্যের মাতা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলো আর প্রতিপাল্যকে তার নানী গ্রহণ করলো এবং তাকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে অবস্থান করলো। এ ক্ষেত্রে নানীর অধিকার রহিত হয়ে যাবে। এই মতটি ইমাম আবু হানিফার এবং মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধতম মত (Ibn ‘Abidīn 1992, 2/642)।

চতুর্থত : যদি প্রতিপাল্যের দুধপানের প্রয়োজন পড়ে, রক্ষণাবেক্ষণকারী যদি দুগ্ধপানের যোগ্য হয় তাহলে বাচ্চাকে দুগ্ধ পান করানো থেকে বিরত রাখতে পারবে না। এটা শাফিয়ী মাযহাবের শর্ত (Al-Shirbīnī 1997, 3/456)।

১১. হাযানাতের স্থান এবং রক্ষাণাবেক্ষণকারীর প্রস্থানের হুকুম

প্রতিপাল্যের স্থান বলতে তার পিতার ঘর বা বাড়িকে বোঝায়। রক্ষণাবেক্ষণকারী যদি তার মাতা হয় তাহলে সে যদি তার পিতার দাম্পত্যে থাকে অথবা এমন হয় যে সে বাঈন[৪] অথবা রজঈ[৫] তালাকের কারণে ইদ্দত পালন করছে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী যেহেতু স্বামীর অধীনে এবং স্বামী যেখানেই থাকুক না কেন তার সঙ্গে অবস্থান করতে বাধ্য। আর ইদ্দত পালন অবস্থায় স্ত্রীর জন্য ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর বাড়িতে থাকা আবশ্যক। সন্তানের সঙ্গে হোক অথবা সন্তান ছাড়া হোক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বের করো না এবং তারাও যেন বাহির না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায় (Al-Qurān, 65/1)।

আর যখন মায়ের ইদ্দত পালন শেষ হয়ে যাবে তখন প্রতিপাল্যের ঘর বা স্থান হিসেবে সেই শহর গণ্য হবে যেখানে তার পিতা বা অভিভাবক অবস্থান করবে। অনুরূপভাবে যদি লালনপালনকারী মা ছাড়া অন্য কেউ হয় সে ক্ষেত্রেও পিতার ঘরই প্রতিপাল্যের ঘর হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, পিতার জন্যে প্রতিপাল্যকে দেখার এবং শিক্ষা-দীক্ষার খবরদারি করার অধিকার রয়েছে। আর প্রতিপাল্য পিতার শহরে অবস্থান না করলে তা সম্ভব হয় না। এসম্পর্কে সকল মাযহাব একমত (Al-Kāsānī 1986, 4/44)।

লালনপালনকারীর স্থানান্তরের ক্ষেত্রে মাযহাবগুলোর মতভিন্নতা রয়েছে:

১১.১. হানাফী মাযহাব

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী লালনপালনকারী নারী যে স্বামীর দাম্পত্যে আছে অথবা ইদ্দত পালন করছে তার জন্য স্বামীর শহর ছেড়ে অন্য শহরে সফর করা জায়েয নাই। আর যদি তার ইদ্দত পালন শেষ হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য নিম্নোক্ত শর্তে অন্য শহরে সফর করা বৈধ হবে:

১১.১.১.যদি সে এমন নিকটতম কোনো শহরে সফর করে যেখানে স্বামী দিনের মধ্যে প্রতিপাল্যকে দেখে ফিরে আসতে পারে, তাহলে তার জন্য স্থানান্তর করা অনুমতি রয়েছে, যদি এমন কোনো সমস্যা না থেকে থাকে যা শিশুর উপর প্রভাব পড়বে (Al-Kāsānī 1986, 4/43)।

১১.১.২. যদি দূরের কোনো শহরে সফর করে তাহলে নিম্নোক্ত শর্ত মানতে হবে:

ক. যে শহরে সে স্থানান্তর করবে তা তার নিজের শহর হতে হবে;

খ. এই শহরে স্বামী তার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে;

গ. স্বামী যদি মুসলিম অথবা জিম্মী হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত শহর 'দারুল হরব' হতে পারবে না (Ibn 'Abidīn 1992, 2/642, 643)।

৪. স্পষ্ট তালাকের শব্দ ব্যবহার করে তালাক দেওয়া।

৫. এমন শব্দে তালাক দেওয়া যাতে বিয়ে ভাঙ্গে না।

১১.২. মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাব

মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ ফকিহ এ বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন :

ক. সফর যদি বাসস্থান স্থানান্তরের কারণে হয়, অথবা চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে হয় তাহলে মায়ের অধিকার রহিত হয়ে যাবে (Al-Bahūtī 1986, 5/500)।

খ. সফর যদি কোনো প্রয়োজনে হয় যেমন ব্যবসা ও প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাহলে সন্তান পিতামাতার মধ্যে যে মুকীম তার সঙ্গে থাকবে, মুসাফির ফিরে না আসা পর্যন্ত। সফর দীর্ঘ সময়ের জন্য হোক অথবা স্বল্প সময়ের জন্য হোক (Al-Shirbīnī 1997, 3/458)।

মালিকী মাযহাব মতে ভ্রমণ অথবা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে হলে লালনপালনের অধিকার রহিত হবে না (Al-Dusūkī 2015, 2/531, 532)।

১২. সন্তান প্রতিপালনের পারিশ্রমিক

সন্তান প্রতিপালনের পারিশ্রমিক কি হবে, এ ব্যাপারে ফকিহগণের মতবিরোধ রয়েছে।

১২.ক. হানাফী মাযহাব অনুযায়ী লালনপালনকারী যদি প্রতিপাল্যের মাতা হয়, সে তাঁর দাম্পত্যে থাকুক অথবা বায়েন বা রজঈ তালাকের ইদ্দত পালন করুক, সে কোনো পারিশ্রমিক পাবে না। কেননা, দ্বীনদারী ও ধার্মিকতা হিসেবে তার উপর প্রতিপালন করা ওয়াজিব। আর পারিশ্রমিক নেওয়া উৎকোচ গ্রহণ করার মত। আর যদি লালনপালনকারী মা ছাড়া অন্য কেউ হয় তাহলে সে পারিশ্রমিক নিতে পারবে (Ibn 'Abidīn 1992, 2/636-638)।

১২.খ. মালিকী মাযহাবের একটি মত অনুযায়ী কোনো অবস্থায় পারিশ্রমিক নিতে পারবে না। ইমাম মালিক র. এর প্রথম মত অনুযায়ী প্রতিপাল্যেরে সম্পদ হতে পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। এই মতভিন্নতা তখন হবে, যখন প্রতিপালনকারী ধনী হয়। আর যদি হতদরিদ্র হয় তাহলে সর্বাবস্থায় প্রতিপাল্যের সম্পদ হতে ব্যয় করা হবে ('Illish 1989, 2/459, 460)।

১২.গ. শাফিয়ী মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণকারীর জন্যে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয হবে। মা হোক অথবা অন্য কোনো নারী হোক। কেননা, মায়ের উপর লালনপালনের দায়িত্ব ওয়জিব নয়। যদি সে লালনপালন করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। সুতরাং পারিশ্রমিক প্রতিপাল্যের সম্পদ হতে নেওয়া হবে (Al-Shirbīnī 1997, 2/338-345; Al-Bahūtī 1986, 5/496-498)।

১৩. বাসস্থানের ভাড়া

প্রতিপাল্যের লালনপালনকারীর জন্য ব্যবহৃত বাসস্থানের ভাড়া কে বহন করবে, তা নিয়ে মাযহাগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে।

১৩.ক. হানাফী মাযহাবের ফকিহদের মতে রক্ষণাবেক্ষণকারীর বাড়ি বা বাসার ভাড়ার ব্যবস্থা করা পিতার উপর ওয়াজিব। কোনো কোনো হানাফী মুজতাহিদ মতবিরোধ করেছেন (Ibn 'Abidīn 1992, 2/637)।

১৩.খ. মালিকী মাযহাব অনুযায়ী প্রতিপাল্যের জন্যে বাসস্থানের ভাড়া-বাবদ যা কিছু নির্দিষ্ট করা হবে তা পিতার উপর ওয়াজিব। প্রতিপাল্যের রক্ষণাবেক্ষণকারীর বাসস্থানের ভাড়া বাবদ যা নির্দিষ্ট করা হবে তা নিয়ে মালিকী ফকিহগণের মত বিরোধ রয়েছে (Al-Dusūkī 2015, 2/533)।

১৩.গ. শাফিয়ী মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী প্রতিপাল্যের বাসস্থানের ভাড়া খোরপোষ বা ভরণপোষণের মধ্যে গণ্য হবে। সুতরাং যার উপর ভরণপোষণের দায়িত্ব তার উপরই বাসস্থানের ভাড়া ওয়াজিব হবে (Al-Shirbīnī 1997, 3/446; Al-Bahūtī 1986, 5/460)।

১৪. প্রতিপালনের অধিকার রহিত হওয়া এবং তা ফিরে পাওয়া

কোনো প্রতিবন্ধকতা পাওয়া গেলে প্রতিপালনের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। যেমন, রক্ষণাবেক্ষণকারিণী অপরিচিত কাউকে বিবাহ করলে অথবা লালনপালনকারী কোনো বিপদে নিপতিত হলে; অথবা এমন কোনো রোগে আক্রান্ত হলে যার দ্বারা প্রতিপাল্যের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তেমনিভাবে প্রতিপালনের অধিকারী হওয়ার শর্তসমূহ হতে কোনো শর্ত বিলুপ্ত হওয়ার দ্বারাও অধিকার রহিত হয়ে যাবে। এ সকল প্রতিবন্ধকতা রহিত হয়ে গেলে আবার প্রতিপালনের অধিকার ফিরে আসবে। জমহুর ফকিহগণ এবিষয়ে একমত পোষণ করেছেন (Ibn 'Abidīn 1992, 2/640)।

১৫. সন্তানের সঙ্গে সাক্ষাতের অধিকার

পিতা-মাতার যে-কোনো একজন যদি পৃথক থাকে তাহলে সে সন্তানের সঙ্গে সাক্ষাতের অধিকার পাবে। এই বিষয়ে সকল মাযহাবের ফকিহগণ একমত পোষণ করেছেন (Al-Shirbīnī 1997, 3/457; Al-Shīrāzī 1992, 2/172)।

প্রতিপাল্য সন্তান পুরুষ হোক বা মেয়ে হোক, পিতা বা মাতা যার কাছে থাকুক না কেন, তার সঙ্গে যে-কোনো সময় সাক্ষাতের সুযোগ দিতে হবে (Ibn 'Abidīn 1992, 2/643)।

প্রতিপাল্য সন্তান যদি মাতার নিকট থাকে তাহলে তাকে পিতার নিকট যেতে বাঁধা দেওয়া যাবে না। আর যদি পিতার নিকট থাকে তাহলে মায়ের অধিকার রয়েছে প্রতিদিন সন্তানকে দেখার (Al-Dusūkī 2015, 2/512, 527)।

যদি প্রতিপাল্য কন্যা হয় এবং লালনপালনকারীর নিকটে থাকে তাহলে পিতা বা মাতা দিন-রাত সর্বদা তার খোঁজ নিতে পারবে।

কেননা তার শিক্ষা-দিক্ষা এবং শিষ্টাচার শিক্ষার তদারকি করার অধিকার পিতা-মাতা উভয়েরই রয়েছে। আর সন্তান যদি ছেলে হয় এবং সে যদি পিতার জিম্মায় থাকে তাহলে মাতাকে রাত-দিন তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে দিতে হবে। কেননা, তাকে বাঁধা দেওয়া মানে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার নামান্তর (Ibn Qudāmah 1968, 7/617)।

১৬. প্রতিপালনের অধিকার নিঃশেষ হওয়া

এটা সর্বজন স্বীকৃত এবং সকলে একমত যে, পুরুষের তুলনায় নারীরা সন্তান প্রতিপালনের বেশি হকদার। আর শিশুর জন্মের পরই তার লালনপালনের দরকার

হয়। কিন্তু কখন তার লালনপালনের অধিকার শেষ হয়, এর সময়কাল নিয়ে মাযহাবের মতভিন্নতা রয়েছে।

১৬.ক. নারীদের লালনপালনের দায়িত্ব ছেলে শিশুদের জন্য তখন পর্যন্ত থাকবে যখন পর্যন্ত ছেলে শিশু নিজে নিজের কাজকর্ম করতে সক্ষম না হবে। আর যখন নিজেই নিজের কাজ করতে সক্ষম হবে যেমন, নিজে পানাহার করা, পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি। আর তা হয়ে থাকে ৭ বছর বয়স পর্যন্ত (Ibn 'Abidīn 1992, 2/641)।

১৬.খ. যদি মেয়ে শিশু হয় এবং সে মাতা অথবা দাদীর তত্ত্বাবধানে থাকে, তার জন্য লালনপালনের অধিকার তার হায়েজ বা ঋতুস্রাব শুরু হওয়া পর্যন্ত থাকবে। আর যদি অন্যকোনো মহিলার তত্ত্বাবধানে থাকে তাহলে তার প্রতি আকর্ষণ আসা পর্যন্ত বা ৯ বছর বয়স পর্যন্ত লালনপালন করবে (Al-Kāsānī 1986, 4/43)।

১৬.গ. মালিকী মাযহাব মতে, ছেলে শিশুর লালনপালনের সময়কাল তার প্রাপ্ত বয়স পর্যন্ত থাকবে। আর যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাবে তার অধিকার শেষ হয়ে যাবে।আর মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে তার লালনপালনের দায়িত্ব তাকে বিবাহ দেওয়া পর্যন্ত থাকবে (Al-Bahūtī 2015, 2/526)।

১৬.ঘ. হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী, ছেলে শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব ৭ বছর পর্যন্ত থাকবে। ৭ বছরের পর পিতা-মাতার সম্মতিতে যে-কোনো একজনের কাছে থাকবে। আর যদি তারা একমত না হয়, তখন প্রশাসক ফয়সালা দিবেন (Ibn Qudāmah 1968, 7/614, 616)।

১৭. বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের পর্যালোচনা

ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে ইসলামী শরীয়া আইন অনুযায়ী আদালত পরিচালনা করা হত। পারিবারিক আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রেও শরীয়া আইন অনুসরণ করা হত। ঔপনিবেশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর ব্রিটিশ সরকার তাদের নিজস্ব আইন চালু করে। এরই পরিপেক্ষিতে ২১ মার্চ ১৮৯০ সালে ব্রিটিশ সরকার 'অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন-১৮৯০' প্রণয়ন করে। আমরা নিম্নে উক্ত আইনের উল্লেখযোগ্য কিছু ধারা নিয়ে আলোচনা করবো।

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন-১৮৯০

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন-১৮৯০ (The Guardians and Wards Act.1890) এর কিছু ধারা :

শিরোনাম-১.৪ (১) 'নাবালক' বলতে ১৮৭৫ সালের সাবালকত্ব আইনের মর্ম মতে যে, এখনো সাবালকত্ব লাভ করে নাই তাকে বোঝায়।

(২) 'অভিভাবক' বলতে যে ব্যক্তি কোনো নাবালকের শরীর অথবা সম্পত্তি অথবা সম্পত্তি ও শরীর উভয়টির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত তাকে বোঝায়।

(৩) 'প্রতিপাল্য' বা 'ওয়ার্ড' বলতে একজন নাবালক যার শরীর বা সম্পত্তি অথবা শরীর ও সম্পত্তির জন্য একজন অভিভাবক আছে তাকে বোঝায়।

ধারা-৪ (২) : কোনো নাবালিকার নানী স্বাভাবিক অভিভাবক নয়; যদি না প্রমাণিত হয় যে, তিনি নাবালিকার শরীর ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক।

ধারা-৭ : অভিভাবকত্বের ব্যাপারে আদেশ প্রদানের আদালতের ক্ষমতা :

(১) যেখানে আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হোন যে, নাবালকের মঙ্গলের জন্য আদেশ প্রদান করা প্রয়োজন:

ক. তার শরীর অথবা উভয়ের ব্যাপারে একজন অভিভাবক নিযুক্ত করে; অথবা

খ. কোনো ব্যক্তিকে তেমন অভিভাবক ঘোষণা করে সে অনুযায়ী আদেশ প্রদান করতে পারেন।

ধারা-১৭ (৪) : আদালত মুসলিম আইন হতে ভিন্নমত পোষণ করতে পারে : মুসলিম আইনের মূল পাঠে বর্ণিত হাযানাতের বিধি হতে আদালত ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, কারণ এ বিষয়ে কুরআনিক পাঠ সেখানে নাই। আদালত কাজীর স্থান নেয়ায় ইজতিহাদ পদ্ধতিতে নিজ সিদ্ধান্তে আসতে পারেন। কারণ, ইমাম শাফিয়ী এর মতে তা কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা-২২ : অভিভাবকের পারিশ্রমিক

(১) আদালত কতৃর্ক নিয়োগ প্রাপ্ত অথবা ঘোষিত অভিভাবক তার কর্তব্য পালনে তত্ত্বাবধান ও কষ্টের জন্য আদালত যা উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ ভাতা পাবার অধিকারী।

ধারা-২৫ (১) : যদি কোনো নাবালক বা প্রতিপাল্য তার ব্যক্তির অভিভাবকের জিম্মা ত্যাগ করে বা তাকে জিম্মা হতে অপসারণ করা হয়, প্রতিপাল্যের মঙ্গল বিবেচনা করে তাকে অভিভাবকের জিম্মায় ফেরত দেয়া আদালত বিবেচনা করলে তাকে ফেরতের জন্যে আদেশ প্রদান করতে পারেন এবং আদেশ বলবৎ করার জন্যে প্রতিপাল্যকে গ্রেপ্তার করে অভিভাবকের জিম্মায় প্রত্যর্পণ করতে পারেন।

ধারা-৩৯ : কোনো স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে বা নিজ প্রস্তাবে আদালত কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবক অথবা উইল বা অন্য দলিল দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবককে আদালত অপসারণ করতে পারেন।

ধারা-৪০(১) : আদালত কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত কোনো অভিভাবক পদত্যাগ করতে ইচ্ছা করলে সে আদালতের নিকট কার্যমুক্তির আবেদন করতে পারবে (The Guardians and Wards Act.1890)।

আদালতের কতিপয় সিদ্ধান্ত

১. মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী, প্রায় সব ক্ষেত্রে পিতা সন্তানের প্রকৃত আইনগত অভিভাবক। এই আইনের আওতায় সন্তানের অভিভাবকত্ব এবং জিম্মাদারিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে সন্তানের দেখাশোনা, অভিভাবকত্ব এবং ভরণপোষণের বিষয়গুলো 'অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০' এবং 'পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫' অনুযায়ী

নিয়ন্ত্রিত হয় [PLD 1965 (Lahor) 412, Amarllahi-vs-Mst. Rasheda Akhter] (1984 BLD 79; 20 DLR SC 117; Mrs Nilufar Majid vs Moqbul Ahmed)।

২. কোনো দম্পতির মধ্যে তালাক হলে এবং তাদের সন্তান থাকলে ছেলে সন্তান ৭ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের জিম্মায় থাকবে। তবে মুসলিম আইনে মা সন্তানের আইনগত অভিভাবক নয়; আইনগত অভিভাবক পিতা। মা শুধু Custody বা হেফাজতকারী। মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত সে মায়ের হেফাজতে থাকবে [PLD 1963 (Lahor) 534, Md. Sadik-vs- S. Safoora]।

৩. যদি সন্তানের পিতা বেচে থাকেন এবং তিনি সন্তান প্রতিপালনের উপযুক্ত হোন তাহলে আদালত চাইলে সন্তানকে পিতার হেফাজতে দিতে পারেন (17 DLR 119; Mst. Sultana Begum-vs-Md. Shafi)।

৪. আদালতের আদেশ ব্যতীত মায়ের অগোচরে বাবা যদি জোরপূর্বক সন্তানকে নিজের হিফাজতে নিয়ে নেয় মা চাইলে পিতার বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা করতে পারে (19 DLR 46; Ayesha Khanam vs Mejor Sabbir Ahmed)।

৫. তবে এসময় পিতা তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে। নির্দিষ্ট বয়সের পর মা যদি সন্তানকে নিজের জিম্মায় রাখতে চান তাহলে তাকে আদালতের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে [PLD 1961 (Lahor) 768; Khushu Muhammad-vs- Mst. Mahmudunnabi]।

৬. সন্তানের সম্পদের (Property) আইনত অভিভাবক হবে পিতা, পিতার অবর্তমানে পিতা যাদের নামে উইল করে যাবে অথবা দাদা যাদের নাম উইল কবে যাবে (20 DLR SC 117)।

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো বিতর্ক না থাকে তাহলে তারা উভয়ে যৌথভাবে সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে পারবে। এক্ষেত্রে পিতার কাছে ৩ দিন আর মায়ের কাছে ৪ দিন বা তাদের সুবিধামত থাকতে পারে। আর যদি জিম্মাদারী নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয় তখন নির্দিষ্ট সময়ের পর মা যদি সন্তানদের নিজের জিম্মায় রাখতে চায় তখন আলাদাভাবে আদালতের কাছে আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালত সন্তানের কল্যণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে থাকে। আদালত চায়, মা-পিতা উভয়ের জিম্মায় থাকুক তবে মায়ের কাছেই সন্তান বেশি নিরাপদ থাকবে। সন্তানের মতামতও বিবেচনায় নেওয়া হয় (BBC Bangla, January 14, 2021)।

১৮৯০ সালের অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনের ধারা-১৭ মতে আদালত প্রধানত তিনটি দিক বিবেচনায় একজন অভিভাবক নিয়োগ দিয়ে থাকে-

প্রথমত : সামর্থ্য অর্থাৎ অভিভাবকের দায়িত্ব পালনের দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা।

দ্বিতীয়ত: চরিত্র ও স্বভাবগত দিক বিবেচনায় নিয়ে, যেন নাবালকের শরীর ও সম্পত্তির কোনো ক্ষতি সাধন না হয়।

তৃতীয়ত : সম্পর্কগত দিক ও অবস্থান। অর্থাৎ নিকট অবস্থানের দিক বিবেচনা নিয়ে (Muslim Law 2000, 155)।

সুতরাং ১৮৯০ সালের অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনের ধারাগুলো আলোচনার পর স্পষ্ট হলো যে, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে সন্তানের লালনপালনে নিম্নের মূলনীতিগুলো অনুসরণ করা হয়:

ক. মা সন্তানের দেহ (Body) হেফাজতকারী বা (Custody);

খ. পিতা সন্তানের আইনত অভিভাবক এবং সম্পত্তির অভিভাবক;

গ. লালনপালনের ক্ষেত্রে সন্তানের মতামত আমলে নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য যে, ১৮৯০ সালে প্রণীত আইনে 'Guardianship' আর 'Custody' সমর্থক হিসেবে নেওয়া হয়েছে। The terms 'Guardianship' and 'Custody' are in any sense synonymous [PLD 1953 (Lahor) 442; Fahumuddin Khokhar vs Mst. Jaibunnessa].

১৮. বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও শরীয়া আইনের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য মতে, গত সাত বছরে বাংলাদেশে তালাকের হার বেড়েছে ৩৪ শতাংশ। ঢাকায় ঘণ্টায় একটি করে তালাক হয়। ২০২০ সালের জুনে প্রকাশিত বিবিএসের দ্যা সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস এর ফলাফল চিত্রে এমনটি জানা গেছে। সবচেয়ে বেশি তালাক হয় বরিশালে ২.৭ আর সবচেয়ে কম হয় চট্টগ্রাম ও সিলেটে ০.৬ (*Prothom Alo*, May 05, 2021)।

তালাকের আবেদনের ৭০% আসে মেয়েদের নিকট থেকে (*Jugantor*, July 09, 2019)। মেয়েরা এখন স্বাবলম্বী হচ্ছে তাই তারা এখন সংসারের বাধ্যবাধকতায় থাকতে চায় না। আবার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির মানসিক যন্ত্রণাও তালাকের অন্যতম কারণ। আবার অনেক দম্পত্তির তালাক না হলেও তারা ভিন্ন বসবাস করে। এসকল অবস্থায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্তান এবং সন্তানের উপর বিচ্ছেদের নেতিবাচক প্রভাব বেশি পড়ে। অথচ বাবা-মায়ের হাত ধরে বেড়ে ওঠা প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার। কিন্তু যখন মা-বাবার মাঝে বিচ্ছেদ হয় তখন তার জীবন এক অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত হয়। এজন্য সন্তানের লালনপালন ও তত্ত্বাবধায়ক কে হবে এবিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের মানুষ সচেতন নয়। আর যেহেতু দেশে তালাকের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের পর সন্তান কার জিম্মায় থাকবে এবং তার লালনপালন কিভাবে হবে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হচ্ছে। এ জন্য শিশুর হাযানাহ বা অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনের প্রয়োগ ও কার্যকারিতা গুরুত্ব পাচ্ছে।

ব্রিটিশ আমলে প্রণীত মুসলিম পারিবারিক আইন, মুসলিম আইনগুলো সাধারণত ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কারণে প্রচলিত আইনের সঙ্গে শরঈ আইনের খুব স্বল্পই বিরোধ দেখা যায়। 'হাযানাহ' বা সন্তান

লালনপালনের আইনের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করলাম তেমন বিরোধ নেই। এজন্য আইনের ধারাগুলোতে পরিবর্তন না এনে যুগোপযোগী করে সংস্কার করতে হবে এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৯. প্রস্তাবনা

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাই সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাদের লালনপালন সুচারুরূপে করা উচিত। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নে আমরা কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরছি:

ক. আইনের যথাযথ কার্যকর ও প্রয়োগ

আমাদের দেশে শহরাঞ্চলে আইনের প্রয়োগ থাকলেও পল্লী, দুর্গম এলাকাতে আইনের যথাযথ প্রয়োগ দেখা যায় না। তাই প্রশাসনের পক্ষ হতে দেশব্যাপী অভিভাবক আইনের যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. সচেতনতা বৃদ্ধি

সন্তান প্রতিপালন আইনের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সন্তান প্রতিপালনের আইনের উপর মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভা করা যেতে পারে।

গ. স্বামী-স্ত্রীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

সন্তান প্রতিপালনের করণীয় সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদের মাধ্যমে করা যেতে পারে। সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

ঘ. আইনের সংস্কার ও সীমাবদ্ধতা দূর করা

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন যেহেতু ব্রিটিশ আমলে প্রণীত, তাই শতবছর পূর্বের এই আইন সংস্কার করে এর সীমাবদ্ধতা দূর করতে হবে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ ইসলামী স্কলার্স ও আইনজ্ঞদের সমন্বয়ে খসড়া নীতিমালা তৈরি করে তা আইনে পরিণত করতে হবে।

ঙ. শিশুপরিচর্যা প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

শিশুর বেড়ে ওঠা ও বিকাশে শিশুর লালনপালন ও এর পদ্ধতির অনেক প্রভাব রয়েছে। মাতাপিতা বা অভিভাবক যে-সকল শিশুকে যথাযথ ও সুচারুরূপে লালনপালনে গড়ে তোলে তারা বড় হয়ে সমাজ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনে। আর প্রতিপালনের জ্ঞান, মেধা ও যোগ্যতা সবার সমান থাকে না। এক্ষেত্রে সরকার যদি শিশু পরিচর্যার প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তাহলে শিশুর বেড়ে ওঠা ও মেধা বিকাশে সাহায্য করবে।

চ. 'শিশু সুরক্ষা আইন ২০১৩' এর যথাযথ কার্যকর ও সমন্বয়

প্রযুক্তির উন্নয়ন, সামাজিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়া এবং দরিদ্রতা ও আর্থিক সমৃদ্ধির অসমতার কারণে সমাজে বিচ্ছেদের হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এতে শিশুর

বেড়ে ওঠা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং শিশুরা অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠছে। এজন্য বাংলাদেশ সরকার সামাজিকভাবে শিশুকে সুরক্ষা দিতে ২০১৩ সালে 'শিশু সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন করে। এই আইনের কিছু ধারা শিশুর প্রতিপালনের সঙ্গে মিল রয়েছে। শিশু সুরক্ষা আইনের সঙ্গে অভিভাবক আইনের সমন্বয় করা হলে শিশুর আরো কল্যাণ বয়ে আনবে।

ছ. তথ্য প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া

বর্তমান বিশ্ব যেহেতু প্রযুক্তিনির্ভর, তাই অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন প্রয়োগে এবং সন্তানের কল্যাণে এ্যাপ, ওয়েবপেজ ও পোর্টাল বানানো এবং এর সাহায্যে প্রতিপাল্য ও অভিভাবকের অধিকার নিশ্চিত করা।

২০. উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা দিবালকের মতো স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামী ও প্রচলিত আইনে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। অতএব স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক অবস্থা বা বিচ্ছেদের পর কোনো অবস্থায় তার সন্তানকে লালনপালন, ভরণপোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার অধিকার হতে বঞ্চিত করা যাবে না। শিশু সন্তানের বিকাশ যেন কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। শিশু যেন আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে সে লক্ষ্যে সকলকে কাজ করতে হবে। কেননা, শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাবের ফলে তারা সত্যিকারের ভালো মানুষ না হতে পারলে ক্ষতিগ্রস্ত হবো আমরা, আমাদের দেশ, আমাদের জাতি ও সমাজ।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Abū Dā'ūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq al-Azdī al-Sijistānī. 2009. *Sunan*. Bairut: Dār al-Kutub al-ʿ Ilmiyyah.

Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Abū ʿAbdullāh Ash-Shaybānī. 1999. *Musnad*. Bairut: Muassasah al-Risālah.

Alamgeer (Rh.), Badshah Abul Muzzaffar Muhammad Maheeuddin Awrongzeb. 2000, *Fatwa-E-Alamgiree*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Azharī, Ṣaliḥ 'Abd al-Sāmī'. 1997. *Jawāhir al-Aklīl Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Bairut: Dār al-Kutub al-ʿ Ilmiyyah.

Al-Bahūtī al-Ḥambalī, Manṣūr ibn Yūnus. 1986. *Kashshaf al-Qina' 'An Matn al-Iqna'*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿ Ilmiyyah.

Al-Bukhārī, Abū ʿAbdullah Muḥammd ibn Ismāʿīl. 1987. *Al-Jāmiʿ al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Al-Dusūkī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʿ Arafa. 2015. *Ḥashiyat 'alā Al-Sharḥ al-Kabīr*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah.

Al-Jawjiyyah, Ibn Qayyim. 1994. *Jād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-Ibād*. Beirut: Maktaba Al-Manār Al-Islāmia.

Al-Jurjānī, Abu Bakr ʿ Abd al-Qāhir ibn ʿ Abd ar-Raḥmān ibn Muḥammad. 1983. *Kitāb al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Kāsānī, 'Alauddin Abū Bkr. 1986. *Badāi' al-Sanāi' fī Tartīb al-Sharāi'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Marghīnānī, Abū al-Hasan Burhān al-Dīn 'Ali ibn Abu Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Farghānī. 2010. *Al-Hidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī*. Pakistan: Idārat Al-Qurān Wa Uloom Al-Islāmia.

Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. 2003. Kuwait: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

Al-Nafrāwī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Ganīm al-Nafrāwi al-Azharī al-Malikī. 1995. *Al-Fawākih al-Dawānī 'alā Risālat ibn Abī Zayd al-Qayrawānī*. Bairut: Dār al-fikr.

Al-Nasāī, Abū `Abd al-Rahmān Ahmad ibn Shu`aib. 1991. *al-Sunan al-Kubra*, commentary of Dr. Abd al-Gaffār Sulaimān. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawī, Abū Zakariā Yaḥyā Ibn Sharaf. 1991. *Rawìah al-Ùālibīn*. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī.

Al-Ramlī, Shihāb Al-Dīn. 1984. Fatāwā. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Shaibānī, Abd Al-Kādir Ibn Muhammad.1983. *Nail Al-Mā`rib*. Kuwait: Maktaba Al-Falāh.

Al-Shīrāzī, Abū Isḥāq Jamāl al-Dīn Ibrāhīm ibn ʿAlī ibn Yūsuf al-Fīrūzābādī. 1992. *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al- Al-Shāfiʿī*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Shirbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb. 1997. *Mughnī al-muḥtāj ilā Ma'rifat al-Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

CD, Cambrige Dictionary. 2020. https://dictionary.cambridge.org/

DLR.The Dhaka Law Report. 20. 297:1954

Guardian and wards act, 1890.

Ibn ‘Abidīn, Muhammad Amin ibn ‘Umar ibn ‘Abd al-’Azīz al-Hanafī. 1992. *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Ḥajar al-Asqalānī, Abū al-Fadl Aḥmad ibn Alī ibn Ḥaja. 2017. *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Saḥīḥ al-Bukhārī*. Barut: Dīr al-Marifa.

Ibn Kathīr, Abū al-Fidā Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kahīr. 1999. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah.

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn Alī ibn Aḥmad ibn Manzūr al-Ansārī. 2000. *Lisān al-ʿArab*. Beirut: Dār Sādir.

Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. 1968. *Al-Mughnī*. Cairo Maktaba al-Qahirah.

IFB, Islamic Foundation Bangladesh.1996. *Bidhibaddha Islamic Ain*.

Ihsān, Syeed Muftī Amīmul. 1991. *Qawāid Al-Fiqh*. India, Deuband: Ashrafi Book Depo.

ʿIllish, Abū ʿAbdullah Muḥammad ibn Aḥmad Al-Mālikī. 1989. *Sharḥ Manḥ al-Jalīl ʿalā Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr.

Misbah, Abu Taher.1990. *Al-Manār*. Dhaka: Mohammadi Library.

Rahman, Dr.Muhammad Fazlur. 2005. *Al-Mu`jam Al-Waāfī*. Dhaka: Riyad Prokashoni.

News Portal

BBC Bangla. January 14, 2021 https://www.bbc.com/bengali/news-55657487

Daily Jugantor. July 09, 2019. https://www.jugantor.com/todays-paper/features/protimoncho/196971

Daily Prothom Alo. May 05. 2021. https://www.Prothom Alo.com/Bangladesh/ XvKvq-N›Uvq-GK-ZvjvK.